গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জৈন্তাপুর, সিলেট
www.jaintapur.sylhet.gov.bd

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে জৈন্তাপুর উপজেলাধীন ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বিভিন্ন জলমহালসমূহ ১৪৩০-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদানের বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা জৈন্তাপুর উপজেলার সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, প্রকৃত জেলে যুব সমিতির নিকট হতে ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান করা হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৮-১২-২০২২ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২)-৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনের আলোকে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে।

০১। আবেদন দাখিলের স্থানঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট।
০২। নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী জলমহাল ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার সিডিউল:

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১	১৪২৯ বঙ্গাব্দ সনের ০৬ হতে ২৫ মাঘের মধ্যে (২০-০১-২০২৩ হতে ০৮-০২-২০২৩ অফিস সময় পর্যন্ত)	অনলাইনে আবেদন দাখিল
২	২৬ মাঘ হতে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (১২-০২-২০২৩ হতে ১৪-০২-২০২৩ অফিস সময় পর্যন্ত)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ১৪৩০ বাংলা হতে ১৪৩২ বাংলা সনের জন্য ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	মৌজার নাম ও জে,এল নং	এরিয়া (একর)	সরকারী মূল্য (বাৎসরিক)	সিডিউল মূল্য	মন্তব্য
০১	কুলিখাল	কেন্দ্রী - ১৩	১৩.৩৩	২২৪৯১/	৫০০/-	
০২	মরকাংলা বিল	লক্ষীপুর ২য় খন্ড- ১২	১৩.৫৮	৬৫৬৩/	৫০০/-	
০৩	মুরা বিল	দিগারাইল-৩৭	১৪.৬১	৫৫১৩/	৫০০/-	
০৪	নাইদার বড় আকী বাকী	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১৪.২৪	১৬৫৪/	৫০০/-	
০৫	বড় আকী বাকী	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১০.৬৯	১১৫৮/	৫০০/-	
০৬	খৈইয়া বিল (কাইয়া বিল)	বেদুরহাওর – ১০৬	২.৫৬	১২১৫৬/	৫০০/-	
০৭	পুঞ্জা বিল	কেন্দ্রি -১৩	১৯.০৮	৩১,১৪১/	৫০০/-	
০৮	ভেড়ি বিল	নয়াখেল-৩০	২.৭৭	৫৬৪৭/	৫০০/-	
০৯	সিংগুরী বিল	ছুটারী সেনগ্রাম-১২৫	১.১৯	৭০৬৩/	৫০০/-	
১০	ভাটেরকুড়ি	ফরফরা – ১০৯	৪.৪৯	২৩১৬/	৫০০/-	
১১	সিংকুড়ি (গুড়াচাপড়া)	খড়িকাপুঞ্জি-১০৮	৫.৮৩	২৩১৬/	৫০০/-	
১২	বড়বিল	ডেঙ্গাই হাওর-৩১৩	১.৬৬	১২৭৪/	৫০০/-	
১৩	লুনিবিল মেধলবিল	ডেঙ্গাই হাওর-৩১৩	০.৮৫	২৩১৬/	৫০০/-	
১৪	নলকুড়ি	শিখার খাঁ – ৩২৭	২.১৩	২৩১৬/	৫০০/-	
১৫	ভাড়াডহর	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১৪.২৪	৫৭৮৯/	৫০০/-	
১৬	মকাডুল বিল	মকাডুল বিল – ১২৮ ছোটকান্দি-১২৭	৯.৪০	৪৬৩১/	৫০০/-	
১৭	চাড়ুচড়া বিল	হেলিরাইকান্দি	৬.৫৯	৩৩০৮/	৫০০/-	
১৮	১৪৩ মনিয়তের জান	বিরাইমারা হাওর-২২	৪.৮২	৪৫২৬/	৫০০/-	
১৯	তেলকুম কান্দলজান	ডুলটিরপাড়-৯	১৯.০১	১০,৫০০/-	৫০০/-	মামলাভুক্ত
২০	ভূগলী বিল	নয়াখেল-৩০	৯.৪৬	২৭,০১১/-	৫০০/-	
২১	কনরাইল বিল	উত্তর হেলিরাইকান্দি- ১২৩	৯.৬০	৪৬৩১/	৫০০/-	

২২	নিশারখাল তাতুখাল	ধলেশ্বরী – ৮৩	১২.১২	৬০৭১/	৫০০/-	
২৩	গৌরীশংকর বিল	গৌরীশংকর – ১৭	১৬.২০	৬৩৮৩/	৫০০/-	
২৪	বাহনি বিল	লক্ষীপ্রসাদ হাওর-৩৮	৩.০০	১৩,৪৪০/-	৫০০/-	
২৫	বড়দীঘি(মিমিরপার)	মৌজা মিমিরপার-১১১	১৬.১৪	১,১০,২৫০/	৫০০/-	
২৬	ভুরিখাই বিল	মেওচাপড়া হাওর ৩৪১	১০.৫৪	২৮,৯৭৮/	৫০০/-	
২৭	বৈঠা খাল	দিগারাইল-৩৭	১০.০০	৯,১১৯/-	৫০০/-	
২৮	চেড় চেড়ি বিল	লক্ষী প্রসাদ ৩৯	১৬.২৪	৮,৮২০/	৫০০/-	
২৯	ডেড়াকুড়ি	বাউরভাগ হাওর-২৪	৪.০০	১৫,৩২৬/-	৫০০/-	
৩০	মাদ্দাকুড়ি	বাউরভাগ হাওর-২৪	৩.০০	১৪,২৬৬/-	৫০০/-	
৩১	শুকনা পুকুর	পীচ শেওকি-২৫	৩.৫৩	২৯,১১৫/-	৫০০/-	
৩২	ফনাইশ খাল	লক্ষীপ্রসাদ হাওর-৩৮	১০.৫৪	৬,৭২৫/-	৫০০/-	
৩৩	কালিমাটি বিল	পানিছড়া হাওর-৩৩৪	০.৬৮	৪,৮৮৩/-	৫০০/-	
৩৪	সিংগু বিল	পানিছড়া হাওর-৩৩৪	৯.৫৯	১,৩৮৯/-	৫০০/-	

শর্তাবলী

০১। ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে অনলাইনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জামানতের মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের কপি সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে নিয়ন্ত্রণকারীর কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট অথবা jm.lams.gov.bd ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০২। জলমহালসমূহ কেবলমাত্র নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের (১৮-৩৫ বৎসর) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

০৩। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে মর্মে তার প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে ও বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্ট প্রযোজ্য হবে না।

০৪। অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সমিতির কার্যবিবরণী, অডিট রিপোর্ট, টিআইএন নম্বর (যদি থাকে), প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ও ছবিসহ সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে; সদস্যদের হালনাগাদ মৎস্যজীবী প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

০৬। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০৭। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সচ্ছলতা প্রত্যয়ন পত্র (ব্যাংক মূলধন অনুসারে), সমিতির নিকট সরকারি পাওনা নেই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

০৮। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

০৯। প্রতিটি জলমহাল বিগত ০৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারামূল্য নির্ধারণ করে সরকারি ইজারামূল্য ধার্য হবে। এর কম মূল্যে কোন জলমহাল ইজারা হবে না।

১০। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে। ইজারাদারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১২। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি কোন অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৩। আবেদনকৃত জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে তা সমন্বয় করা হবে। নির্বাচিত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১৪। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৫। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

১৬। সময়মত ইজারামূল্য পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় অন্য নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭। বন্দোবস্ত গ্রহিতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। লীজগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তা হলে উক্ত ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত ইজারাগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৯। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২০। বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১০ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১০ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে। এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২১। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমি প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। যে সকল জলাশয়সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৩। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহিতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৪। সরকারি জলমহাল ইজারাগ্রহিতা সমিতি/সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট (ভ্যাট কোড: ১-১১৩৩-০০১৮-০৩১১) ও ১০% আয়কর (উৎস কর) (আয়কর কোড : ১-১১৪১-০০৭০-০১১১) নম্বর কোডে জমা প্রদান করবেন।

২৫। জলমহাল/খাস পুকুরসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

২৬। প্রাকৃতিক জলাধার নষ্ট হতে পারে এধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৭। ইজারাকৃত কোন জলমহালে কোন প্রকারে মাছ চাষ করা যাবে না। ইজারাগ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

২৮। জলমহালের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ বা অনুরূপ অন্য কোন বৃক্ষ লাগাতে হবে। যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সহায়ক হবে।

২৯। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩০। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিবীক্ষামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩১। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধানসমূহ ইজারা গ্রহিতাকে মেনে চলতে হবে।

৩২। স্বত্ব মামলাকৃত জলমহাল/খাস পুকুরের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপিত না থাকলে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩৩। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন স্বত্ব মামলার উদ্ভব হলে/বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩৪। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা কার্যক্রমের পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩৫। যে সমস্ত জলমহালের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/আদালত কর্তৃক স্বত্ব মোকদ্দমা কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারিত করা হয়েছে সে সমস্ত জলমহাল/ খাস পুকুর এ বিজ্ঞপ্তির আওতাভুক্ত থাকবে না অর্থাৎ সে সমস্ত মহালের ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা থাকবে না।

Bir

৩৬। সর্বাবস্থায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এ নীতির আলোকে জলমহালসমূহ বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩৭। সর্বক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০.০১.২০২৩

(আল-বশিরুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জৈন্তাপুর, সিলেট
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
Email-unojaintapursylhet@gmail.com

স্মারক নং ৩১.৪৬.৯১৫৩.০০০.৪১.০০৪.২৩-১৩৯ তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য-

১। মাননীয় সংসদ সদস্য,২৩২, সিলেট-৪ ও ১নংউপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জৈন্তাপুর,সিলেট
২।সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ , সিলেট
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট
৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও ২নং উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জৈন্তাপুর, সিলেট
৬-১৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .... (সকল),সিলেট
১৯-৩১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), সিলেট
৩২। জেলা তথ্য অফিসার , সিলেট
৩৩-৪৪। উপজেলা কর্মকর্তা...(সকল), জৈন্তাপুর, সিলেট
৪৫-৪৭। উপজেলা মৎস্য/ সমাজ সেবা/সমবায় কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি সকল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো)
৪৮। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধসহ)।